যুগান্তর

তারিখ ... 17 JAN 2002
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১

শিক্ষা খাতে দুর্নীতি

দুর্নীতিবাজদের শক্ত হাতে দমন করতে না পারলে সব উদ্যোগই ভেস্তে যাবে।

সংঘবদ্ধ সিন্ডিকেটের কারণে দেশের শিক্ষা খাতে দুর্নীতি বিরাজ করছে দীর্ঘদিন ধরে। শিক্ষামন্ত্রী এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু সরকারের তিন বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তার মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন দফতর, অধিদফতর ও বোর্ডে দুর্নীতিবাজরা দোর্দণ্ড প্রতাপে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমপিও-টাইম স্কেল সংক্রান্ত কাজ, ক্রয়, পাঠ্যবই ছাপা, উন্নয়ন কাজের টেন্ডার প্রদান, তদন্ত-তদারকি— সব ক্ষেত্রেই দুর্নীতি চলছে যথারীতি। শিক্ষকদের পদোন্নতি-পদায়ন থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রেই কিছু দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীর সমন্বয়ে গড়ে ওঠা চক্র এসব নিয়ন্ত্রণ করায় তাদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি খোদ শিক্ষামন্ত্রী ব্যক্তিবিশেষকে দুর্নীতিবাজ হিসেবে চিহ্নিত করার পরও সেই কর্মকর্তা রয়ে গেছেন বহাল তবিয়তে। বিষয়টি উদ্বেগজনক। এ অবস্থা চলতে থাকলে শত চেষ্টা করেও এ খাতকে দুর্নীতিমুক্ত করা সম্ভব হবে না। সরকারের কঠোর অবস্থানই পারে দুর্নীতিবাজদের কবল থেকে শিক্ষা খাতকে রক্ষা করতে।

শিক্ষা ভবন খাত মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরে (মাউশি) অনিয়ম-দুর্নীতির বিষয়ে যেসব তথ্য রয়েছে, তা এককথায় ভয়াবহ। সেখানে অবাধে চলে ঘুষ ও তদবির বাণিজ্য। ফলে দেশের বিভিন্ন স্কুল থেকে আসা শিক্ষক-কর্মচারীদের পদে পদে হয়রানির শিকার হতে হয়। এক্ষেত্রেও মূল ভূমিকা পালন করে থাকে শিক্ষা ভবনে সক্রিয় সিন্ডিকেট। এদের হাতে সিনিয়র কর্মকর্তা ও সিনিয়র শিক্ষকরা পর্যন্ত নাজেহাল হন। বদলি, পদায়ন, এমপিওভুক্তি, টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড থেকে শুরু করে সবকিছুই তারা নিয়ন্ত্রণ করে। কেউ সিন্ডিকেটের কথা না শুনলে তাকে অন্যত্র বদলি করে দেয়া হয়। একইভাবে এর উল্টোটিও ঘটে অর্থাৎ বদলি হওয়ার পরও তদবিরের জোরে আগের জায়গায় প্রত্যাবর্তন। স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রীও মাউশিতে অনিয়ম-দুর্নীতির কথা স্বীকার করেছেন। ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, শিক্ষা ভবনে সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য এমনই যে, কিছুদিন আগে শিক্ষামন্ত্রী সরেজমিন পরিদর্শন শেষে সেখানে একটি অভিযোগ বাক্স স্থাপনের নির্দেশ দেন। এই বাক্সের চাবি নিজের কাছে রাখলেও তা নাকি ডুপ্লিকেট হয়ে যায়! দুর্নীতি কোন পর্যায়ে পৌঁছলে এটা সম্ভব তা সহজেই অনুমেয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের দু'জন নির্বাহী প্রকৌশলীকে দুর্নীতির দায়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন মন্ত্রী। তাদের একজনকে বদলি করা হয়। কিন্তু আরেকজন এখনও রয়েছেন বহাল তবিয়তে। পাঠ্যবই ছাপা, সহায়ক পাঠ্যবইয়ের অনুমোদন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এনসিটিবি'র কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি নিয়ে পত্রপত্রিকায় অনেক রিপোর্ট হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধেও নেয়া যায়নি কোন ব্যবস্থা।

যে কোন প্রশাসনে দুর্নীতি বিহারের একটি বড় কারণ জবাবদিহিতার অভাব। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার বিষয়টি জরুরি। শিক্ষামন্ত্রী দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছেন। ইতিমধ্যে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নসহ বেশ কিছু নতুন উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। পরীক্ষা ব্যবস্থায়ও আনা হয়েছে কিছু পরিবর্তন। কিন্তু দুর্নীতিবাজদের শক্ত হাতে দমন করতে না পারলে সব উদ্যোগই ভেস্তে যাবে। এক্ষেত্রে কোন রকম রাজনৈতিক পরিচয়কে আমলে নেয়া চলবে না। মনে রাখতে হবে, যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে, দুর্নীতিবাজরা সেই দলের কাণ্ডারি বনে যায়। এদের প্রশ্রয় দেয়ার অর্থ শিক্ষা খাতকে কলুষিত এবং সরকারের ভাবমূর্তিকে ক্ষতি করা। কাজেই এক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার বিকল্প নেই। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা প্রশাসনের বিকেন্দ্রায়ন হলে প্রত্যন্ত এলাকা থেকে শিক্ষক-কর্মচারীদের সামান্য প্রয়োজনে রাজধানীতে আসতে হবে না। এতে দুর্নীতির সুযোগ অনেকটাই কমে আসবে। শিক্ষকরাও রেহাই পাবেন হয়রানি থেকে।